ঠিকভাবে দৌড়াচ্ছেন তো? জানাবে স্মার্ট জুতা

ব্যায়ামের সময় সঠিক পদ্ধতিতে দৌড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই এবার প্রশিক্ষকের মতোই দৌড়ানোর কৌশল ঠিক আছে কি না জানাবে স্মার্ট জুতা।
ব্যবহারকারীর পায়ের নড়াচড়া শনাক্ত করতে জুতাটির সোলে বসানো হয়েছে সেন্সর, যা পায়ের বিভিন্ন অংশের কার্যক্রম শনাক্ত করে মনিটরে প্রদর্শন করে। জাপানের ফুটওয়্যার নির্মাতা ‘অসিকস’র তৈরি জুতাটি বাজারে আসবে ফেব্রুয়ারিতে।
সূত্র : ইন্টারনেট

এবার ‘ভুয়া ছবি’ লুকিয়ে ফেলবে ইনস্টাগ্রাম

ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে ব্যবহারকারীদের পোস্ট করা ‘ভুয়া ছবি’ লুকিয়ে ফেলবে ইনস্টাগ্রাম। ফলে অন্য ব্যবহারকারীরা ‘এক্সপ্লোর’ ও ‘হ্যাশট্যাগ’ পেজে ছবিগুলো দেখতে পারবে না। সফটওয়্যার বা অন্য কোনো মাধ্যমে অতিরঞ্জিত করা ছবিগুলোর সত্যতা যাচাই করতে বিভিন্ন প্রযুক্তি বা প্রতিষ্ঠানেরও সহায়তা নেবে ছবি বিনিময়ের সেবাটি। ভুয়া ছবির হাত থেকে ব্যবহারকারীদের রক্ষা করতেই এ উদ্যোগ।
এর আগে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে নিজেদের ‘অভিযোগ’ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনে ইনস্টাগ্রাম।
সূত্র : ইন্টারনেট

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!

[illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] : [illegible]

[illegible] [illegible]:[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]’ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ছিলেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রবিউল ইসলাম, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সুশান্ত কুমার দেব প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালন করেন ওয়েলফেয়ার এফোর্টস(উই) এর পরিচালক শরিফা খাতুন। আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

দিনব্যাপী এ আয়োজনে ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার ৩০ টি মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা তাদের নিজেদের চিন্তা ও গবেষণায় তৈরি প্রজেক্ট প্রদর্শণ, দেয়ালিকা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে মেলাকে উৎসব মূখর ও প্রাণবন্ত করে রাখে।

মেপ্র/ইএম

সম্ভাবনাময় ফ্রিল্যান্সিং পেশা

বাংলাদেশের চাকুরীর বাজার খুবই নাজুক অবস্থায় আছে, যেখানে ৪৭% শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেকার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে সারা দেশে ২৬ লাখ ৭৭ হাজার বেকার আছেন।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত “বাংলাদেশ স্কিলস ফর টুমরোস জবস” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের কলেজগুলো থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা ৭০ শতাংশ বেকার থাকে। যেখানে পর্যাপ্ত চাকুরীর ক্ষেত্র তৈরি হয় না, সেখানে বিকল্প পেশা হিসাবে সম্মানজনক অবস্থায় আছে ফ্রিল্যান্সিং বা মুক্তপেশা।

ফ্রিল্যান্সিং খাতে বাংলাদেশ বেশ ভাল অবস্থানে আছে, বিশ্বে বাংলাদেশের দক্ষ পেশাদারদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে শত কোটি টাকার। হিসেব মতে বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সার আছে ৫ লক্ষাধিক।

ফ্রিল্যান্সিং কি?
ফ্রিল্যান্সিং মূলত একটি পেশার ধরণ। আমরা সাধারণত মনে করি দুই ধরণের পেশা, চাকুরী বা ব্যবসা। কিন্তু আরেক ধরণের পেশা আছে, যার নাম আমাদের জানা ছিল না, সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তা পাওয়া পেশা। যেমন

ইমারত নির্মাণকর্মী বা রাজমিস্ত্রির পেশাকে আপনি কি বলবেন? চাকুরী নাকি ব্যবসা? একই ভাবে রিক্সাচালক, ইলেক্ট্রিশিয়ান, নাপিত, ধোপা। যারা প্রোজেক্ট ভিত্তিক কাজ করে এর মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, সাংবাদিক, ঠিকাদার ইত্যাদি।

ফ্রিল্যান্সিং হল কোন প্রতিষ্ঠানে পার্মানেন্ট চুক্তিবদ্ধ না হয়ে বরং প্রোজেক্ট ভিত্তিক কাজ করা। ফ্রিল্যান্সিং করে আসছে মানুষ শত বছর ধরে। একটি রিক্সাচালকও ফ্রিল্যান্সার বা মুক্তপেশাজীবী। যাদের কাজের স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা হলে চালাবে, ইচ্ছা না হলে চালাবে না।

ফ্রিল্যান্সাররা মূলত কোন একটি কাজের উপরে বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করে এবং এদেরকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাসিক বেতন দিয়ে রাখা সম্ভব নয় বা কেউ রাখে না। যেমন নাপিত বা ডাক্তার বা উকিল, নাপিতকে বেতন দিয়ে না রেখে যখন লাগবে তাকে কাজে লাগানো এবং সেই মোতাবেক পরিশোধ করা ভাল।

ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের পরিমানও বেশি। যেমন মেহেরপুরের একটি অটোরিক্সা চালক কমপক্ষে ২০-৩০ হাজার টাকা মাসিক আয় করেন, যেটা তাঁর যোগ্যতা এবং স্বাভাবিক বেতনের থেকে কয়েক গুণ বেশি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ডেভেলপার বা ঠিকাদারের কথা নাই বা বললাম।

তাহলে আউটসোর্সিং কি?
মনে করেন আপনাকে আমঝুপি থেকে মেহেরপুরে যেতে হবে, নিজের পরিবহন নাই। আপনি রহিম নামের একজন রিক্সাচালককে ভাড়া করলেন। এখানে রহিম হল ফ্রিল্যান্সার, আর আপনার যেহেতু গাড়ি নাই, আপনি রহিমের সার্ভিসটি আউটসোর্স করলেন। মানে ক্লাইন্ট করে আউটসোর্সিং আর ফ্রিল্যান্সার করে ফ্রিল্যান্সিং।

ফ্রিল্যান্সার হতে কি কি লাগে?
ফ্রিল্যান্সারদের মূল বিনিয়োগ হচ্ছে তাঁদের দক্ষতা। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা ওয়েব ডেভেলপার বা গ্রাফিক ডিজাইনার বা মার্কেটিং এক্সপার্ট হতে হলে আপনাকে অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করা পর্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। কাজ বুঝার বা কাজ করার মত ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ফ্রিল্যান্সার হওয়া যেমন কঠিন, তেমন একজন সফল ফ্রিল্যান্সারের আয়ও কম নয়। কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্যশীল হওয়া, নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া, শেখার ইচ্ছা প্রবল থাকা।

ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে শিখবেন?
আমি মূলত অনলাইন প্রোফেশনাল হওয়া বা অনলাইনের কাজ গুলোর কথাই বলছি। কোন ভাবে ভেবে নেবেন না আমরা অনলাইনে কাজ করি, অনলাইন হল আমাদের শুধুই কাজ পাওয়ার মাধ্যম মাত্র।

মনে করেন আপনি একটি ইকমার্স ওয়েবসাইটে গিয়ে একটি টি-শার্টের অর্ডার দিলেন, ওনারা আপনাকে প্রোডাক্ট সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিল। এখানে ইকমার্স অনলাইনের মাধ্যমে একটি অর্ডার বা ক্লাইন্ট পেল, বাকি কাজ গুলো স্বাভাবিক। আমরাও অনলাইনের মধ্যে কাজ পায়, বাকি কাজ গুলো স্বাভাবিক ভাবেই করতে হয়।

আগে আপনি ঠিক করুন আপনার কি ধরণের কাজ করতে ভাল লাগে। যেমন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং, এইচআরএম ইত্যাদি, প্রয়োজনের গুগলে সার্চ করে দেখে নিন কি কি কাজ অনলাইনে পাওয়া যায়। তার উপরে ভিত্তি করে আপনি স্থির করুন আপনি কোন কাজে ভাল বা আপনার জন্য কোন কাজটা ভাল হবে।

সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বা সফল ফ্রিল্যান্সারের সাথে আলাপ করতে পারেন। নির্বাচিত বিষয় নিয়ে ইউটিউবে বা গুগলে সার্চ করুন। অনেক ইউটিউব চ্যানেল পাবেন যারা টিউটোরিয়াল দিচ্ছে বা অনেক ওয়েবসাইট আছে যারা অনলাইন কোর্স দিচ্ছে। যেমন ইশিখন, টেন মিনিট স্কুল ইত্যাদি।

মেহেরপুরে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং দেয় এবং আমঝুপিতে অল্টারনেটিভ স্কুল নামের একটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং দেয়। যারা ঢাকাতে আছেন বা অন্য জেলাতে আছেন খোঁজ নিয়ে দেখুন উক্ত এলাকাতে ট্রেনিং দেয় এমন প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, না থাকলে অনলাইন কোর্স করুন।

যেহেতু অনেক কিছু শিখতে হয় আমি ব্যাক্তিগত ভাবে কোন এক্সপার্ট বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথায় বলব। সঠিক দিক নির্দেশনা, মোটিভেশন এবং শাসন পাবেন। আর নতুনদের জন্য শুধু অনলাইন থেকে শিখতে বেশ কঠিন হতে পারে।

কাজ শিখে কাজ পাবেন কোথায়?
অনলাইনে এই জাতীয় কাজের অনেকগুলো ওয়েবসাইট বা মার্কেটপ্লেস আছে। যেখানে যে ক্লাইন্টের বা কোম্পানির কাজ আউটসোর্স করা লাগে, তাঁরা মার্কেটপ্লেস গুলোতে জব পোস্ট করে রেখে দেন এবং ফ্রিল্যান্সাররা উক্ত জবে এপ্লিকেশন করেন।

ক্লাইন্টের পছন্দ হলে ক্লাইন্ট আপনাকে হায়ার করবেন। কাজ করাবেন এবং উক্ত মার্কেটপ্লেসেই আপনাকে আপনার পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা বা ডলার দিয়ে দেবেন।

উক্ত টাকা বা ডলার আপনি বাংলাদেশের যেকোনো ব্যাংকে উত্তোলন করতে পারবেন, আপনার নিজের ক্রেডিট কার্ড বা পেপ্যাল থাকা বাধ্যতামূলক না। আপওয়ার্ক, ফ্রিল্যান্সার ডট কম, ফাইবার, পিপল পার আওয়ার, গুরু, বাংলাদেশী বিল্যান্সার জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস গুলোর অন্যতম।

আমি কেন ফ্রিল্যান্সিং পেশা বেছে নিলাম?
আমার ছোটবেলা থেকে আইটির প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল। পারিবারিক চাপে বিবিএ এবং এমবিএ করলেও আইটিতে কিছু একটা করার প্রবল ইচ্ছা ছিল আমার।

২০০৯ সালের ঢাকা থাকাকালীন সময়ে আমি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি। ফ্রিল্যান্সিং ভাল লাগায়, কর্পোরেট চাকুরী ছেড়ে আমি ফ্রিল্যান্সিং-এই মন দেই, পরে ২০১০ সালে ঢাকা থেকে মেহেরপুরে চলে আসি। ফ্রিল্যান্সিং-এ স্বাধীনতা, স্বাভাবিক চাকুরীর থেকে বেশি আয়ের সুবিধা, নতুন কিছু করার সুবিধা, বিদেশি ক্লাইন্টদের বন্ধুত্বসুলভ আচরণের কারণে ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসাবে বেছে নেই।

ফ্রিল্যান্সিং-এ মেহেরপুর
পার্শ্ববর্তী জেলার থেকে মেহেরপুরের ফ্রিল্যান্সিং খাতটি খুবই নাজুক অবস্থানে আছে। আপওয়ার্ক মার্কেটপ্লেসে সার্চ করে দেখা যায়, ১০২ জন নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সার আছে, যার মধ্যে ১৭ জন ফ্রিল্যান্সার আয় করতে পেরেছে, ৬-৭ জন ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

ফ্রিল্যান্সার ডট কমে সার্চ করে দেখা যায় ৪৯৫ জন (কম-বেশি হতে পারে) ফ্রিল্যান্সার হিসাবে নিবন্ধন করেছেন কিন্তু আয় করতে পেরেছেন মাত্র ৩২ জন। যার মধ্যে ৭-৮ জন ক্যারিয়ার হিসাবে ফ্রিল্যান্সিংকে বেছে নিয়েছেন।

যেখানে অন্য পেশার থেকে স্বাধীনতা বেশি, চাকুরীজীবী বা ছাত্র বা গৃহিণীরাও ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন, এবং মেহেরপুরে যেহেতু পর্যাপ্ত চাকুরীর ক্ষেত্র নাই, সেখানে এই পরিসংখ্যান কোন ভাবেই আশার আলো দেখায় না। বাংলাদেশে অনেক জেলায় আছে যারা এই

সুযোগ গুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিচ্ছেন, আয়ও করছেন বৈদেশিক মুদ্রা। মেহেরপুরে এই সম্ভাবনাময় খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

লেখকঃ প্রধান নির্বাহী, ইউনিক সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি-বাংলাদেশ

এসইও শিখুন: পর্ব ১

আউটসোর্সিংয়ে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের (এসইও) কাজ বেশ জনপ্রিয়। আগ্রহীদের জন্য ‘এসইও শিখুন’ নামে ধারবাহিক পর্ব শুরু হচ্ছে। প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হবে এসইও বিষয়ক পোস্ট।

এসইও কী এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ?
সহজভাবে বলতে গেলে, মূলত সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা এসইও হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনের কিছু নিয়মকানুন যা অনুসরণ বা প্রয়োগ করা হলে সার্চ ইঞ্জিন কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটটিকে সার্চ ইঞ্জিনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং র্যাঙ্ক করে থাকে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিযোগিতা এসইও ছাড়া সার্চ ইঞ্জিন থেকে ভিজিটর বা ট্রাফিক পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সাধারণত এসইও ছাড়া কোনো ওয়েবসাইটকেই সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কই করে না।

*ইংরেজি শব্দ এসইও (SEO) এর সম্পূর্ণ রূপ হলো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (search engine optimization) যা সার্চ ইঞ্জিনের কিছু সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত নিয়ম/পদ্ধতি বা মেথড। যে সকল নিয়মগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটটিকে সার্চ ইঞ্জিনের রেজাল্ট পেজের প্রথম দিকে দেখাতে পারবেন। এসইআরপি (SERPs) তে প্রথম দিকে আপনার ওয়েবসাইটটিকে দেখানোই এসইও-এর মূল উদ্দেশ্য।

*সার্চ ইঞ্জিন তৈরি হয়েছে মূলত ইউজারদের অনুসন্ধানের সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য আর এসইও (SEO) সেই তথ্যকে সার্চ ইঞ্জিন উপযোগী করে তুলে। এসইও এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি সার্চ ইঞ্জিনে ইউজাররা কী তথ্য খুঁজছে, কী ধরনের সমস্যার সমাধান চাচ্ছে, কী ধরনের শব্দ বা

কিওয়ার্ড ব্যবহার করছে এবং কী ধরনের কনটেন্ট তারা চায়। এসইও এর মাধ্যমে আমরা সহজেই ইউজারদের এ সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারি।

এসইও এর ইতিহাস:
আজকের এই এসইও অনেক পরিবর্তনের ফলাফল, যা আমরা মূলত গুগলের মাধ্যমে দেখতে পাই। ১৯৯১ সালে ৬ই আগস্ট টিম বার্নাস লির হাত ধরে প্রথম ওয়েবপেজ প্রকাশ করা হয়। এর কয়েক বছর পর ১৯৯৭ সালে প্রথম অফিশিয়ালি এসইও-এর যাত্রা শুরু হলেও ২০০১ সাল থেকে এসইও-এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জেরি ইয়াং এবং ডেভিড ফিলো ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিন প্রতিষ্ঠাতা করেন। তার পাশাপাশি তারা ইয়াহু ডিরেক্টরি তৈরি করেন।

১৯৯৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ল্যারি পেজ এবং সের্গেই ব্রিনের হাত ধরে গুগল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গুগল সার্চ ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং প্রধান। ইন্টারনেটে গুগল মোট সার্চের ৯০% এর চেয়েও বেশি গ্রাহক পেয়ে থাকে এবং এর পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন জনপ্রিয় পণ্য ও সেবা রয়েছে।

১৯৯৮ সালে গোটো ডটকম (Goto.com) স্পনসর লিংক এবং পেইড সার্চ চালু করে। যেখানে অরগানিক রেজাল্টে প্রথমে থাকার জন্য পেইড করার প্রয়োজন হতো। গোটো মূলত ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিনের সমর্থন নিয়ে কাজ করেছিল।
তারপর থেকে এ পর্যন্ত সার্চ ইঞ্জিনগুলো বিভিন্ন অ্যালগরিদম আপডেটের মাধ্যমে আজকের এ জায়গায় এসেছে। প্রতিযোগিতার দিক দিয়ে গুগল বর্তমানে সবার সেরা এবং মানসম্পন্ন সার্চ ইঞ্জিন।

সার্চ ইঞ্জিন বেসিক
সার্চ ইঞ্জিন মূলত একটি উত্তরদাতা যন্ত্র। এগুলো ইন্টারনেট থেকে লাখ লাখ কনটেন্ট পরিমার্জন/সন্নিবেশিত করে এবং এর মধ্য থেকে আবার হাজার হাজার ফ্যাক্টর দিয়ে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে ঠিক করে কোনো তথ্যটি ইউজারের সার্চ অনুযায়ী সঠিক তা খুঁজে বের করে ইউজারের সামনে উপস্থাপন করে।

আর সার্চ ইঞ্জিন কাজটি করে থাকে ইন্টারনেটে যত তথ্য পাওয়া যায় (ওয়েব পেজ, ইমেজ, ভিডিও, পিডিএফ ইত্যাদি) তা ক্রলিং এবং ইনডেক্সিং এর মাধ্যমে। যে তথ্যটি ইউজারের জন্য বেশি উপযোগী তা র্যাঙ্কিং করে থাকে।

ফেসবুক আনল নতুন ফিচার

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে ভিন্ন কোনো ওয়েবসাইট বা অ্যাপে লগইন করা হলে তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারকারীকে জানানো হবে। সম্প্রতি ফেসবুক নতুন এ ফিচারটি চালু করেছে। ফেসবুক নোটিফিকেশনস নামের ফিচারটি ফেসবুক লগইন অংশে যুক্ত হয়েছে।

ফেসবুক লগইন এমন একটি পদ্ধতি, যা ব্যবহারকারীকে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে কোনো কোনো তৃতীয় পক্ষ (থার্ড পার্টি) অ্যাপে লগইন করতে দেয়। এতে ওই সাইট বা অ্যাপের জন্য নতুন করে অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজন পড়ে না।

চলতি সপ্তাহ থেকে ফেসবুক লগইন ফিচার দিয়ে কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপে বা সাইটে ঢোকা হলে তা ফেসবুক অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও ই–মেইলে নোটিফিকেশন আকারে চলে আসবে। এতে ব্যবহারকারী তাঁর অ্যাকাউন্ট কোথাও অবৈধভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, বুঝতে পারবেন। অ্যাপে লগইনের সময় কী কী তথ্য দিচ্ছেন, সে বিষয়েও শিক্ষা নিতে পারবেন। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা নোটিফিকেশনকে এমনভাবে নকশা করেছে, যাতে কোনো থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে কী কী তথ্য নিচ্ছে, এর তালিকা থাকবে। এতে থার্ড পার্টির পক্ষে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। এতে ব্যবহারকারীর হাতে তথ্য বিনিময়সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সেটিংসে গিয়ে সম্পাদনা করার সুযোগও থাকবে।

ফেসবুকের সফটওয়্যার প্রকৌশলী পুক্সুয়ান শি বলেছেন, ফেসবুকের তথ্য অপব্যবহারের বিষয়ে ব্যবহারকারী যাতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সেবা আরও উন্নত করতে কাজ করবে ফেসবুক।

সূত্র-প্রথম আলো

রোগীদের সেবা করবে নোমানের হেলপার রোবট

হাসপাতালে অনেক সময় অসহায় রোগীদের সাথে সহযোগী কেউ থাকে না। আবার নার্সরাও সবদিক সামলে উঠতে পারেন না। তবে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার সেবা দেবে হেলপার রোবট। রোগীদের বেডে ওষুধ ও খাদ্য পৌঁছে দেয়া এবং প্রয়োজনীয় দিবে ব্যবহার করা যাবে এই হেলপার রোবট।

এমন এক হেলপার রোবট তৈরী করে আবারো হৈচৈ ফেলে দিয়েছে সেই ক্ষুদে বিজ্ঞানীখ্যাত আব্দুল্লাহ আল নবী নোমান। জাতীয় শিশু প্রতিযোগিতা পুরস্কার ২০২০ এ মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নোমান।

আব্দুল্লাহ আল নবী নোমান মেহেরপুরের গাংনীর তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক জাবলুন্নবী ও জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নুসরাত সুলতানার পুত্র। সে লাইসিয়াম স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

এর আগে গত বছর বায়ূ বিদ্যুতের (উইন্ডমিল) মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ যন্ত্র উদ্ভাবনের মাধ্যমে হৈচৈ ফেলে দিয়ে জেলা ও বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করেছিল।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর উদ্যোগে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে। গত রবিবর (১২ জানুয়ারী) মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে ‘খ’ গ্রুপে অংশ নেয় নোমান। প্রতিযোগিতায় তার তৈরী হেলপার রোবট প্রদর্শন করে। ক্ষুদে বিজ্ঞানী নোমান তার রোবটের কার্যকারিতা দেখিয়ে বিচারকদের আকৃষ্ট করে।

সহজলভ্য ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি দিয়ে হেলপার রোবট তৈরী করেছে নোমান। এর মধ্যে রয়েছে তার খেলনার জন্য কেনা ভাঙ্গাচোরা গাড়ীর অংশ বিশেষ। সম্পূর্ণ রিমোট দিয়ে পরিচালিত এই হেলপার রোবট হাসপাতালের রোগী সেবা ছাড়াও বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতে পারবে বলে জানায় ক্ষুদে বিজ্ঞানী নোমান।

এর আগে রোবট প্রদর্শন করে গাংনী উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

এর ধারাবাহিকতায় জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে এখন বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে ক্ষুদে বিজ্ঞানী নোমান। আবিষ্কারের নেশার পাশাপাশি লেখাপাড়াতেও ভালো করছে সে। ২০১৯ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায় নোমান।

এ প্রসঙ্গে নোমানের গর্বিত পিতা জাবলুন্নবী বলেন, ছেলে সব সময় আবিষ্কার নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এটা এক প্রকার নেশায় পরিণত হয়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি তার এই কাজের আগ্রহ থাকায় আমরাও তাকে সহযোগিতা করছি।

বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে নোমানের এই প্রজেক্ট দেশের কাজে লাগবে এমন আশা নিয়ে সকলের কাছে ছেলের জন্য দোয়া কামনা করেন তিনি।

মেপ্র/ইএম

ঢাকায় ১৬ জানুয়ারি মিলবে ফাইভজির অভিজ্ঞতা

দেশের মানুষ প্রথমবারের মতো পঞ্চম প্রজন্মের ইন্টারনেট সেবা বা ফাইভজি অভিজ্ঞতা পেতে যাচ্ছেন আগামী বৃহস্পতিবার।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলায় এই সুযোগ করে দিচ্ছে মেলার টাইটানিয়াম সহযোগী হুয়াওয়ে।

তিন দিনের এ মেলায় দর্শনার্থীরা হুয়াওয়ের প্যাভিলিয়নে সরাসরি ফাইভজির গতির অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন। হুয়াওয়ে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়, মেলায় আকর্ষণ হিসেবে আনা হয়েছে বিশেষ একটি রোবট, যাকে হাতের ইশারায় পরিচালনা করে খেলা যাবে ফুটবল।

হুয়াওয়ে আরও জানিয়েছে, মেলায় একটি প্লে-জোন থাকবে যেখানে সবাই

ফাইভজি প্রযুক্তির মাধ্যমে রিয়েল টাইম ভিআর (ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি) উপভোগ করতে পারবেন।

উন্নত প্রযুক্তি এবং অডিও কিংবা ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির সরাসরি অভিজ্ঞতা দিতেই হুয়াওয়ের এই আয়োজন। থাকবে হুয়াওয়ের ফাইভজি স্মার্টফোনের অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ। মুঠোফোনও কেনা যাবে।

এর আগে ২০১৮ সালের ২৫ জুলাই বাংলাদেশে ফাইভজি সেবা পরীক্ষায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠানটির দাবি, তারা বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় ফাইভজি প্রযুক্তি ও সেবাদাতা হিসেবে স্বীকৃত। ফাইভজির অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণায় তারা বিগত ১০ বছরে ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে।

হুয়াওয়ে আরও জানায়, গত সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্বের ৩৪টি দেশে বাণিজ্যিকভাবে ৬১টি অপারেটর ফাইভজি চালু করেছে। তার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ অপারেটরকেই সেবা দিচ্ছে হুয়াওয়ে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলাটি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় উদ্বোধন করবেন। এ বছর মেলার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, ‘বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার প্রযুক্তির মহাসড়ক’।

মেপ্র/ আরপি

কেমন চলছে ফোল্ডেবল স্মার্টফোন?

বাজারে ভাঁজযোগ্য (ফোল্ডেবল) পর্দার স্মার্টফোন ছাড়ার জন্য গত বছর রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বড় প্রতিষ্ঠানগুলো। বছরের শুরুর দিকে বাজারে ছাড়ার কথা বললেও পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয় স্যামসাং ও হুয়াওয়ে। এত দিন পর এসে সে স্মার্টফোনগুলো বিক্রির পরিমাণ নিয়ে

মুখ খুললেন প্রতিষ্ঠান দুটির নির্বাহীরা।

এগিয়ে স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি ফোল্ড
স্যামসাং ইলেকট্রনিকসের প্রেসিডেন্ট ইয়ং শোন গত বছরের ডিসেম্বরে প্রায় ১০ লাখ গ্যালাক্সি ফোল্ড বিক্রি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। পরে স্মার্টফোনটির বিক্রির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা এবং বিক্রি হওয়া ইউনিটের সংখ্যা গুলিয়ে ফেলেছিলেন বলে স্যামসাংয়ের পক্ষ থেকে ভুল শুধরে দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে অনুষ্ঠিত ‘কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস শো (সিইএস) ২০২০’ প্রযুক্তি মেলায় সংবাদ সম্মেলনে স্যামসাংয়ের আইটি এবং মোবাইল কমিউনিকেশন বিভাগের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কোহ ডং জিন ভুলের কথা স্বীকার করে বলেন, ‘আমার মনে হয়, আমরা ৪ থেকে ৫ লাখ গ্যালাক্সি ফোল্ড বিক্রি করেছি।’

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বিক্রি কম হলেও দাম অনুযায়ী গ্যালাক্সি ফোল্ডের বিক্রির পরিমাণ অভাবনীয় বলে জানান তিনি। এদিকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তুলনামূলক কম দামের ফোল্ডেবল ফোন বাজারে আনার পরিকল্পনা করছে স্যামসাং।

মাসে এক লাখ হুয়াওয়ে মেট এক্স
বাজারে ছাড়ার পর মাসে প্রায় এক লাখ ফোল্ডেবল পর্দার ‘মেট এক্স’ স্মার্টফোন বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছে হুয়াওয়ে। ফোনটি গত বছর নভেম্বরে চীনে প্রথম ছাড়া হয়।

হুয়াওয়ের ফোল্ডেবল স্মার্টফোন বিক্রির সংখ্যাটি প্রতিদ্বন্দ্বী স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি ফোল্ডের চেয়ে বেশ কম। সেপ্টেম্বরে বাজারে আসে গ্যালাক্সি ফোল্ড।

গত বছর ফোল্ডেবল ফোন বাজারে আনার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল হুয়াওয়ে ও স্যামসাং। তবে গ্যালাক্সি ফোল্ড অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে ক্রেতাদের নজর কাড়ে। এ ছাড়া ফোল্ডেবল ফোনের মধ্যে গত বছর মাইক্রোসফটের ডুয়ো এবং মটোরোলার রেজর বাজারে আনা হয়।

২০১৯ সালের জুলাইয়ে বাজারে আনার ঘোষণা দিলেও মেট এক্সের ফোল্ডেবল পর্দাটি আরও উন্নত করতে বাজারে ছাড়ার দিন-তারিখ পিছিয়ে দিয়েছিল হুয়াওয়ে। পরে গত বছরের নভেম্বরে চীনের বাজারে ছাড়া হয় মেট এক্স।

[illegible]/ [illegible]